জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

সংবাদ সম্মেলনে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা

তামাকে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে সকল রোগীদের বিনামূল্যে হৃদরোগ চিকিৎসা সম্ভব

বিএনটিটিপি ডেস্ক

আসন্ন অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রস্তাবিত তামাক কর আরোপ হলে সরকারের প্রায় ৩৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে। যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বেশি। আর এ রাজস্ব আয়ের মাত্র ৪.৪৫ শতাংশ ব্যয় করলে দেশের সকল রোগীদের হৃদরোগ চিকিৎসা বিনামূল্যে সম্ভব বলে জানিয়েছেন ... বিস্তারিত

সিগারেটের প্রতি শলাকায় সতর্কবার্তা দিতে চায় কানাডা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেটের প্যাকেটে স্বাস্থ্য সতর্কতা থাকলেও আশানুরূপ ফল না পেয়ে প্রতিটি সিগারেটের গায়ে সতর্কবার্তা জুড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে কানাডা সরকার। এর মাধ্যমে ধূমপানের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বার্তাটি আরও বেশি মানুষের কাছে ... বিস্তারিত

'প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ছয় বছরেও তামাক কর নীতি প্রণীত হয়নি'

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেটের দাম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানো গেলে ৩০ শতাংশ সিগারেট ব্যবহারকারী সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দিতে চেষ্টা করবেন। একইসঙ্গে আরও ৩০ শতাংশ সিগারেট ব্যবহার কমিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন। গত ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে উন্নয়ন সমন্বয় পরিচালিত 'তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রভাব' শীর্ষক ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে সব ধরনের পণ্য সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে বিক্রি হলেও তামাক কোম্পানিগুলো সেই নিয়ম মানছে না। সিগারেট ও বিড়ি দীর্ঘদিন ধরে প্যাকেটের মোড়কে উল্লিখিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। দেশের কোথায়ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে কোনো উদ্যোগ নেই। আর এই সুযোগে তামাক কোম্পানিগুলো ... বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- তামাকে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে সকল রোগীদের বিনামূল্যে হৃদরোগ চিকিৎসা সম্ভব
- সিগারেটের প্রতি শলাকায় সতর্কবার্তা দিতে চায় কানাডা
- 'প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ছয় বছরেও তামাক কর নীতি প্রণীত হয়নি'
- তামাকপণ্যে কর বাড়ালে রাজস্ব বাড়বে
- তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি
- তামাক কোম্পানির লাভ বাড়বে, সরকার ও জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে
- জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় তামাক কর নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ
- ত্রুটিপূর্ণ করারোপ পদ্ধতিতে লাভবান হচ্ছে কোম্পানি, রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার
- বাংলাদেশের আইনে সিগারেট এখনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য!

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একই সাথে তিনি ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতিকথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +৮৮(০২) ৯৮৮০৩৬৩; E-mail: bnttpbd@gmail.com; website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
ফাতেমা কাশফি

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

তামাকপণ্যে কর বাড়ালে রাজস্ব বাড়বে

ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের এবারের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি, পরিবেশের সঙ্গে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। যে কারণে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জাতীয় উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশকে তামাকমুক্ত করতে নানান পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে কর বৃদ্ধি সম্ভবত সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি। বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবেও প্রমাণিত। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশ এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে কার্যকর ফল পেয়েছে। যুগোপযোগী ও কার্যকর কর পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, সরকার তামাক খাত থেকে পেতে পারে ৯ হাজার ২০০ কোটি ... বিস্তারিত

গত ২৯ মে ২০২২ "জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় তামাক কর নীতির গুরুত্ব" শীর্ষক এক পরামর্শমূলক কর্মশালার আয়োজন করে বিইআর ও বিএনটিটিপি।

তামাক বিরোধী সংগঠনের বাজেট প্রতিক্রিয়া

তামাক কোম্পানির লাভ বাড়বে, সরকার ও জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে

বিএনটিটিপি ডেস্ক

প্রস্তাবিত ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য বাজেটের কর কাঠামো তামাক ব্যবহার কমাতে কোনো ধরনের ভূমিকা রাখবে না। বরং এ কর ব্যবস্থা তামাক কোম্পানিকে নতুন ধূমপায়ী সৃষ্টি এবং পুরনো ধূমপায়ীকে উৎসাহী করতে সহযোগিতা করবে; সুনির্দিষ্ট কর আরোপ না করে মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপ পদ্ধতি অব্যাহত রাখায় কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থেকে যাবে এবং এতে অনাকাংখিতভাবে তামাক কোম্পানী বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করবে। ... বিস্তারিত

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বিদ্যমান পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপে তামাক কোম্পানির লাভ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই আগামী অর্থবছর থেকে তামাকজাত দ্রব্যের বিদ্যমান অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতির পরিবর্তে, সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক ... বিস্তারিত

তামাক কর বিষয়ক পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় তামাক কর নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়া স্পিকার সামিটে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মুল করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়নের কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে দ্রুত একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ।

গত ২৯ মে ২০২২, রোববার সকাল ১০.৩০ টায় বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত "জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় তামাক কর নীতির গুরুত্ব" শীর্ষক এক পরামর্শমূলক কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি ... বিস্তারিত

বাংলাদেশের আইনে সিগারেট এখনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য!

মেহেদী হাসান রাহাত

ধূমপান ও তামাকের ব্যবহারে স্বাস্থ্যঝুঁকি এমনিতেই উদ্বেগের কারণ। কভিড-১৯-এর সংক্রমণের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন চলাকালে বেশকিছু দেশে সাময়িকভাবে সিগারেট উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ ছিল। তবে বাংলাদেশে ১৯৫৬ সালের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের কারণে কভিডের মধ্যেও নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পেরেছে বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানিগুলো। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি

প্রথম পাতার পর

হলে চলতি অর্থবছরেই প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় হতো। আর এভাবে বছরের পর বছর তামাকজাত দ্রব্যে বিক্রয়ে বিপুল অংকের রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো। "তামাকজাত দ্রব্যের (সিগারেট ও বিড়ি) খুচরা ও পাইকারি বিক্রয়মূল্যে জাতীয় বাজেটে মূল্য ও কর পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে একটি সমীক্ষা" শীর্ষক একটি গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রোববার সকাল সাড়ে ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এর সম্মেলন কক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিইআর ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে এ গবেষণার ফল প্রকাশ করে। এ গবেষণার ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক।

গবেষণার ফল উপস্থাপনকালে তিনি বলেন, মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, অতিউচ্চ স্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৭০ টাকা হলেও বিক্রি করা হয় গড়ে ২৯৪.২৯ টাকায়। উচ্চ স্তরের সিগারেট ২০৪ টাকার পরিবর্তে গড়ে প্রায় ২২৯.৮৮ টাকায়, মধ্যম স্তরের সিগারেট ১২৬ টাকার পরিবর্তে ১৩৫.৮৬ টাকায় এবং নিম্ন স্তরের সিগারেট ৭৮ টাকার পরিবর্তে ৯৫.১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিড়ির ক্ষেত্রেও এভাবে সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে এভাবে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট-বিড়ি বিক্রি অব্যাহত থাকায় প্রতিবছরই হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার

পাইকারি দোকানেও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট ও বিড়ি বিক্রি হয় বলেও এ গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রকাশিত এ গবেষণাটি মূলত পরিমাণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা, বরিশাল, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে বিভাগীয় শহরসহ আরো ২টি জেলা শহর মিলে মোট ১২টি শহর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শহর থেকে চারটি করে মোট ৪৮টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনে সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেসের খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে এ তথ্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া উল্লিখিত ১২টি শহর থেকে দুটি করে মোট ২৪টি পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য নেয়া হয়েছে।

গবেষণার সুপারিশে বলা হয়েছে, সরকারের রাজস্ব বাড়াতে এবং ফাঁকি বন্ধ করতে অ্যাড ভ্যালোরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি আরোপ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি দ্রব্যের বাজার ও বিক্রয় পর্যবেক্ষণে এবং কর আদায়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে; সিগারেটের চার স্তরভিত্তিক কর কাঠামো ধারাবাহিকভাবে এক স্তরে নিয়ে আসতে হবে; সিগারেট ও বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি কর ফাঁকি রোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সামগ্রিক সমস্যা মোকাবেলা করতে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে একটি জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, ভাইটাল স্টাটেজিসের প্রোগ্রাম হেড মো. শফিকুল ইসলাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ড. সৈয়দ মাহফুজুল হক, দ্য ইউনিয়নের কারিকরি পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন, দ্য ইউনিয়নের টেকনিকাল কনসালটেন্ট মো. হামিদুর রহমান খান, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ড. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, সিটিএফকে এর প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আব্দুল্লাহ। এছাড়াও দেশে কর্মরত তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা গবেষণার ওপর প্রশ্নোত্তরপর্বে অংশ নেন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সিগারেট নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে মালয়েশিয়া

প্রথম পাতার পর

'Generational End Game'। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশটির পুত্রজায়ার ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটে ক্যানসার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উদ্বোধন করার দেশটি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব তথ্য জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী খাইরি জামালউদ্দিন বলেন, তিনি আশা করেন, নতুন আইনটি সংসদে পাস হবে। কারণ, তামাক সেবন ক্যানসারের প্রধান কারণ এবং ক্যানসারে দেশটির ২২ শতাংশ মানুষ মারা যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষায় ধূমপানমুক্ত প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতে তরুণদের কাছে সব ধরনের তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করবে সরকার। তামাক নির্মূলের অন্যান্য পদক্ষেপ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ হওয়ায় তরুণদের সিগারেট কেনা নিষিদ্ধের এই পরিকল্পনার কথা জানানো হয়।

তিনি আরও বলেন, 'এ আইনের মাধ্যমে যদি আপনার বয়স এখন মালয়েশিয়ায় ১৭ বছর হয় এবং সংসদ যদি আইনটি পাস করে, তাহলে আপনি আর কখনো বৈধভাবে এ দেশে সিগারেট কিনতে পারবেন না। এর মাধ্যমে নতুন ধূমপায়ীদের সংখ্যা হ্রাস করবে এবং এমন সময় আসবে, যেখানে মালয়েশিয়ায় আর কোনো ধূমপায়ী থাকবে না। আমরা আশা করি, এই নতুন আইনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সিগারেট এবং তামাকের সংস্পর্শে আসা থেকে রক্ষা করতে পারবো।'

এ ছাড়াও দেশটিতে প্রতি ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন এবং প্রতি নয়জন নারীর মধ্যে একজন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। মালয়েশিয়ার পুরুষদের মধ্যে তিনটি সাধারণ ধরনের ক্যানসার হলো কোলোরেক্টাল ক্যানসার (১৬.৯ শতাংশ), ফুসফুসের ক্যানসার (১৪.৮ শতাংশ) এবং প্রোস্টেট ক্যানসার (৮.১ শতাংশ)। নারীদের মধ্যে স্তন ক্যানসার (৩৩.৯ শতাংশ), কোলোরেক্টাল ক্যানসার (১০.৭ শতাংশ) এবং জরায়ুর ক্যানসার (৬.২ শতাংশ)।

অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় তামাক বিক্রির অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা হ্রাস এবং সব ধরনের তামাকপণ্যে নিকোটিনের মাত্রা কমানো হবে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী খাইরি জামালউদ্দিন।

সূত্র : সময় টেলিভিশন

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

সিগারেটের দাম ১০ শতাংশ বৃদ্ধিতে

দ্বিতীয় পাতার পর

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (GATS) ২০০৯ এবং ২০১৭ ব্যবহার করে বাংলাদেশে সিগারেটের চাহিদা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা পরিচালিত হয়।

গত ১২ জানুয়ারি ২০২২ সকাল ১০ টায় আর্ক ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালিত দুটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আর্ক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. রুমানা হক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক ও আর্ক ফাউন্ডেশনের গবেষক এস এম আব্দুল্লাহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক ও আর্ক ফাউন্ডেশনের গবেষক মোঃ নাজমুল হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সোহেল রেজা চৌধুরী, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মোস্তাফিজুর রহমান এবং সেন্টার ফর ল অ্যান্ড পলিসি আফেয়ার্সের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করছে প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লাখ মানুষ। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে তামাক ব্যবহারের পরিমাণ বেশি। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৮ শতাংশ তামাক ব্যবহার করে। তবে অতি উচ্চবিত্তের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ২৪ দশমিক ৮ শতাংশ। অন্যদিকে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেন নারীরা। যাদের ৫৮.৭০ শতাংশের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে এস এম আব্দুল্লাহ বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে এর ব্যবহারের হারও কমে আসে এটা বিশ্বজুড়ে পরীক্ষিত। তবে সুনির্দিষ্টভাবে সিগারেটের দাম বৃদ্ধিতে এর ব্যবহার কমলেও আনুপাতিক হারে তা বৃদ্ধির তুলনায় কম। ফলে কাঙ্ক্ষিত হারে সিগারেটের ব্যবহার কমাতে সিগারেটের ওপর উল্লেখ্যযোগ্য হারে কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য অতিদ্রুত সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরেকটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহকারি অধ্যাপক নাজমুল হোসেন বলেন, দেশে তামাকের ওপর বহুস্তরভিত্তিক জটিল কর ব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মাত্রায় কর আরোপ করা হয়। আর প্রত্যেক স্তরের সিগারেটে তুলনামূলক ভিত্তিমূল্য কম হওয়ায় এই কর ব্যবস্থায় ধূমপান নিয়ন্ত্রণে খুব একটা সফলতা পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়াও, দেশে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম এবং করের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কম হওয়ায় তামাক কোম্পানিগুলো নিম্নস্তরের সিগারেটের বাজার বিস্তৃত করছে। যার ফলে সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আয় হারাচ্ছে। এই গবেষণায় উঠে এসেছে সিগারেট কোম্পানিগুলো বাজারে নিম্নস্তরে নতুন সিগারেটের ব্র্যান্ড চালুর ফলে সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ২৭৩.৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হারিয়েছে। এই গবেষণায় আরো উঠে এসেছে, যদি সরকার নিম্নস্তরের সিগারেটের ভিত্তি দাম ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩৭ টাকার পরিবর্তে ৪৫ টাকা করতো এবং এই স্তরে করের হার ৫৫% এর পরিবর্তে ৬৫% করা হতো তাহলে সরকার ১৯৫৮.৪ কোটি টাক অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণ করতে পারতো।

অধ্যাপক ডঃ রুমানা হক বলেন, বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হলে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করারোপ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করে এর ক্রয় ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং একই সাথে সিগারেটের খুচরা বিক্রি বন্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানান। যদি ১০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি করলে স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে ৯ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহারকারী কমে আসে তাহলে সেই অনুযায়ী কর নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে হলে দ্রুত একটি যুগোপযোগী জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকারের তামাক কোম্পানিতে শেয়ার থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই মুহূর্তে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত দেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যেতে হবে। তিনি মনে করেন উপস্থাপিত দুটি গবেষণায় সিগারেটের চাহিদা কমানো এবং সিগারেট থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তামাক কর নীতিতে কি কি কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা উঠে এসেছে। কর নির্ধারণের সময়ে বিষয়গুলো অনুসরণ করলে উল্লেখযোগ্য হারে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি তামাকের ব্যবহারকারীর সংখ্যাও কমে আসবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণ, জনস্বাস্থ্যবিদ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

ধূমপান ছাড়বে ৩০ শতাংশ ধূমপায়ী

প্রথম পাতার পর

জরিপে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি পরিচালিত দেশব্যাপী জরিপভিত্তিক গবেষণা থেকে উন্নয়ন সমন্বয় দেখিয়েছে যে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে ৭১ শতাংশ মানুষ আগের মতো সিগারেট ব্যবহার অব্যাহত রাখতে খাদ্য বাবদ ব্যয় কমাবেন না। গত নভেম্বর ২০২১-এ দেশের পাঁচটি জেলার ৬৫০টি তামাক ব্যবহারকারি নিম্ন আয়ের পরিবারের ওপর এই জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের সভাপতি অধ্যাপক ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে এই আলোচনায় প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, এমপি (সিরাজগঞ্জ-২); এবং ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, সাংসদ (গাইবান্ধা-১)।

প্যানেল আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, হোসেন আলী খোন্দকার (সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল); এবং মো. মোস্তাফিজুর রহমান (লিড পলিসি অ্যাডভাইজার, সিটিএফকে, বাংলাদেশ)। এছাড়াও বিভিন্ন তামাক-বিরোধী সংস্থার প্রতিনিধি ও গবেষকবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।

তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে খাদ্য বা অন্য পণ্য বাবদ ব্যয় কমিয়ে দেবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম বলে আলোচকরা অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই সংসদ সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তামাক-বিরোধী সামাজিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে তারা মনে করেন।

অনুষ্ঠানে ড. আতিউর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে তামাকমুক্ত দেশ গড়ার যে লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন সেখানেও তামাক পণ্যের 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করার মাধ্যমে তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনার পাশাপাশি এগুলো বিক্রয় থেকে পাওয়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির নির্দেশনা ছিলো। সে আলোকেই আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটসহ সকল তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের প্রস্তাব করছেন তামাক-বিরোধী সংগঠন ও গবেষক।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

হৃদরোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা সম্ভব

দ্বিতীয় পাতার পর

উপর্যুক্ত দুটি লক্ষ্যের একটিও অর্জিত হচ্ছে না। আমাদের দেশে তামাকজাত দ্রব্যের নানা ধরণ, সিগারেটের চারটি স্তর এবং বিড়ির ফিল্টারযুক্ত এবং ফিল্টারবিহীন ধরণসহ নানা প্রকারের শ্রেণিভেদ এইসব দ্রব্যের ওপর করারোপকে জটিল করে তুলেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ করা হয়। এমন জটিল কর ব্যবস্থার কারণে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য মারাত্বকভাবে ব্যহত হচ্ছে।

বাংলাদেশে জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার কারণে তামাক কোম্পানিগুলো মূল্য কারসাজিসহ নানভাবে কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, বাজারে সিগারেটের প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। সিগারেটের চারটি স্তরের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে বাজারে প্রচলিত মূল্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে তামাক কোম্পানিগুলো স্তরভেদে ৯% থেকে ২৩.৭১% পর্যন্ত বেশিমূল্যে এগুলো বিক্রি করছে। দেশের অন্য সকল পণ্য প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে বিক্রি হলেও সিগারেটের ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম ঘটছে। মূল্য নির্ধারণে তামাক কোম্পানিগুলোর কারসাজির কারণে এমনটা হচ্ছে। তামাকজাত দ্রব্য বিপণনে তামাক কোম্পানির এই অপকৌশলের কারণে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে যার পরিমাণ হতে পারে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। একই সাথে তামাক কোম্পানি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিপুল মুনাফা অর্জন করছে।

তামাক কোম্পানিগুলোর এই কূটচাল প্রতিহত করতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তামাকের মত ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে প্রতি বছর বাংলাদেশে কর্মরত তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হয়। এবছরেও ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীবিদ ও তামাক কর বিশেষজ্ঞগণ তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও করারোপের একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করেছেন এবং তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সেটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে।

এই বাজেট প্রস্তাবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; মধ্যম স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; উচ্চ স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়া ফিল্টারবিহীন বিড়ির ক্ষেত্রে বাজারে কেবল ২৫ শলাকার বিড়ি রেখে ৮ ও ১২ শলাকার বিড়ি না রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার দাবি জানানো হয়। বিপরীতে ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ক্ষেত্রে বাজারে ১০ শলাকার বিড়ি না রাখার দাবি জানিয়ে ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি বাজেট প্রস্তাবে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি তামাকের সাদা পাতাও করের আওতায় নিয়ে আসার জোর দাবি জানানো হয়। এছাড়া সকল তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ পূর্বের ন্যায় বহাল রাখারও প্রস্তাব জানানো হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে এই উল্লেখিত প্রস্তাব অনুসারে তামাকের উপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ, নির্ধারিত খুচরা বিক্রয়মূল্যে ক্রেতাদের কাছে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত এবং তামাক কোম্পানিগুলোর কর ফাঁকি রোধ করা সম্ভব হলে প্রায় ৩৯.৬ হাজার কোটি টাকা কর রাজস্ব আয় হবে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বেশি। আর বিপুল এই অতিরিক্ত কর রাজস্ব হতে পারে বিনামূল্যে হৃদরোগ চিকিৎসার উৎস। যেহেতু তামাক সেবন হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় এবং হৃদরোগীদের অধিকাংশই বিভিন্ন ধরণের তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলেই এই ধরণের রোগে আক্রান্ত হন, সেক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত কর রাজস্বের সর্বকৃষ্ট ব্যবহার হতে পারে এই অর্থের মাধ্যমে বিনামূল্যে হৃদরোগের চিকিৎসা প্রদান।

এই বিষয়ে অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) আরও একটি পর্যবেক্ষণ করেছে। এতে দেখা যায় হৃদরোগের চিকিৎসার ব্যয়বহুল তিনটি সেবা হলো এনজিওগ্রাম, স্টেন্টিং (রিং পরানো) এবং বাইপাস সার্জারি। জানা যায় বাংলাদেশের ২২টি হাসপাতালে এসব চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রায় ৭০% রোগী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে এসব চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন। এই তিনটি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা এবং খরচের হিসাব কষে দেখা যায় উপর্যুক্ত তিনটি হাসপাতালে ওই তিনটি সেবা নিতে মোট ব্যয় হয় ২৮৬.৬১ কোটি টাকা যা তামাক খাত থেকে কাঙ্ক্ষিত অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের (৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা) মাত্র ৩.১২%। এই রোগী সংখ্যাকে ৭০% ধরে নিলে দেশের সকল হৃদরোগীর অনুরূপ চিকিৎসা নিতে ব্যয় হবে ৪১০ কোটি টাকা যা ওই অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের ৪.৪৫% মাত্র।

বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যয়ের ৬৭% নাগরিকদের ব্যয় করতে হয়। হৃদরোগের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসা করতে গিয়ে নাগরিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে কল্যাণকর রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নাগরিকদের কল্যাণে রাষ্ট্র নানা দায়িত্ব নিচ্ছে। হৃদরোগের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসা বিনামূল্যে নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার চাইলেই দেশের সকল জনগণের এই তিন ধরণের হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যয় তামাক খাত থেকে কাঙ্ক্ষিত অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের খুব সামান্য অংশ (মাত্র ৪১০ কোটি টাকা) দিয়েই মেটাতে পারে। এভাবে, ক্যানসার, হাইপার টেনশন, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যায় সরকার এই অতিরিক্ত রাজস্ব আয় দিয়েই মেটাতে পারে। তবে এজন্য সরকারকে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের প্রস্তাব অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর আরোপ করতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ অ্যাড ভেলোরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন একটি শক্তিশালী কৌশল। এর পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিহত করতে তামাক কোম্পানীর মূল্য কারসাজি প্রতিরোধ, তামাকজাত দ্রব্য থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের একটি অংশ তামাক ব্যবহারজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যয় করা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়নেরও কোন বিকল্প নেই।

লেখক : **ফাতিমা কাশফি**, গবেষণা সহকারি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

৬ জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

৬২ শতাংশ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কেরই

দ্বিতীয় পাতার পর

মোড়কের উভয়পাশেই মুদ্রণ করা হয় না। সচিত্র সতর্কবাণীর হার ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ জায়গা জুড়ে মুদ্রণের দাবি জানান তারা।

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২২ সকাল ১১.০০ টায় ঢাকা হোটেল গোল্ডেন ইন-এ টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভিসিটি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)-এর আয়োজনে 'তামাকজাত দ্রব্যের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন-বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক এক গবেষণার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে তারা এসব দাবি জানান ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আব্দুল্লাহ, আর্ন্তজাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দিন শেখ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপচার্য অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র সাহা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর সদস্য সচিব ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান। গবেষণার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)-এর সহকারী গবেষক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা। এছাড়া অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা।

মূল প্রবন্ধে ফারহানা জামান লিজা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতির মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান অন্যতম। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) এর ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উভয়পাশের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পকিৃত সচিত্র সতকর্বার্তা প্রদান করতে হবে। টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে গত সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত দেশের ৮টি বিভাগের ২৪ টি জেলার ১৫৫২টি তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে; ৬২% মোড়কের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি; ৫৮% মোড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়েছে; ২৮% মোড়কের উপরের দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রিত হয়েছে; ৪% মোড়কে ছবির সাথে লিখিত বার্তা প্রদান করেনি; ৪% মোড়কে আইনে প্রদত্ত ছবি না দিয়ে প্রতিবেশী দেশের ছবি মুদ্রণ করতে দেখা গেছে; ১৮% মোড়কের লিখিত সতর্কবাণী কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি; ৭১% বিড়ির মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে; এবং ৫১% মোড়কেই "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি; কোনো সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করলো হংকং

দ্বিতীয় পাতার পর

আইনপ্রণেতারা 'ধূমপান (জনস্বাস্থ্য) (সংশোধনী) বিল ২০১৯' কে আইন পরিষদে ৩২-৩ ভোটের ব্যবধানে অনুমোদন করেছেন। এই বিলের প্রস্তাবটি প্রথম চেম্বারে উথাপনের প্রায় ছয় বছর পর অনুমোদন হল। তবে দুইজন সংসদ সদস্য ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিলেন।

বিলটি শুধু বিকল্প ধূমপানের পণ্য এবং ভেষজ সিগারেটের আমদানি ও বিক্রয়কেই নিষিদ্ধ করেনি, বরং তাদের উৎপাদনকেও নিষিদ্ধ করেছে। দেশটিতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ওপর বর্তমান যে বিধিনিষেধ রয়েছে তা এই বিকল্প ধূমপানের পণ্যের প্রচারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হবে। ছয় মাসের মধ্যে আইনটি কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

সংসদ সদস্যরা বিকল্প তামাকজাত দ্রব্যের ট্রানজিট এবং শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমদানির অনুমতি দেওয়ার লক্ষ্যে করা আরেকটি সংশোধনীর বিপক্ষেও ভোট দিয়েছেন।

দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সোফিয়া চ্যান সিউ-চি বিলটির পাশ হওয়ার ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, বিকল্প তামাকজাত দ্রব্যের উত্থান জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিস্বরূপ এবং বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া ধূমপান বিরোধী প্রচেষ্টার ওপরেও আঘাত হানে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তামাকজাত দ্রব্য প্রচলিত সিগারেটের তুলনায় কম ক্ষতিকর এই দাবিকে খারিজ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে তামাক কোম্পানির উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফলের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ই-সিগারেট বিকল্প সিগারেট খাওয়া ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগ করতে সাহায্য করতে পারে এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

লিবারেল পার্টির পিটার শিউ কা-ফাই বলেন, চীনসহ বিশ্বের ৬৪টি দেশ ইতোমধ্যে এসব পণ্য নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে কর্তৃপক্ষের উচিত ই-সিগারেট আলাদাভাবে বিবেচনা করা উচিত। কারণ এখনও উত্তপ্ত তামাকজাত দ্রব্য নিষিদ্ধ করার পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হংকং প্রথম ২০১৫ সালে ই-সিগারেটের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করেছিল। তবে ২০১৮ সালে যখন সরকার প্রচলিত সিগারেটের মতোই এই পণ্যগুলিকে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করে তখন প্রস্তাবটি ভেস্তে যায়।

২০১৯ সালে হংকং-এ ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের শতকরা ১০.২ শতাংশ বা প্রায় ৬,৩৮,০০০ জন দৈনিক ধূমপান করে থাকেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী চ্যান ধূমপানের প্রকোপ কমানোর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তা তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে ধূমপানের হার ১৯৮০ এর দশকের ২০ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে প্রায় ১০ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকার এই হারকে আরও কমিয়ে ২০২৫ সালের সালের মধ্যে ৭.৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর

দ্বিতীয় পাতার পর

এ অভিমত ব্যক্ত করেন। দ্য ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারির সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্□বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পাবনা-১ আসনের মো. সামসুল হক টুকু এমপি। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-৩ আসনের মো. হারুনর রশিদ এমপি, সংরক্ষিত নারী আসনের আবিদা আঞ্জুম মিতা এমপি। এছাড়া অনলাইন জুমের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের ডা. হাবিবে মিল্লাত এমপি, নীলফামারি-৩ আসনের রানা মোহাম্মদ সোয়াইল এমপি ও সংরক্ষিত নারী আসনের অপরাজিতা হক এমপি অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী হোসেন আলী খন্দকার, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপচার্য অধ্যাপক ড. গণেশ চন্দ্র শাহা, হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, ক্যান্সার হোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দীন ফারুক, ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের প্রোগ্রাম হেড মো. শফিকুল ইসলাম, দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রুমানা হক।

মো. সামসুল হক টুকু বলেন, তামাকের উচ্চ মূল্য তামাক ব্যবহারে বিশেষ করে কিশোর তরুণদের তামাকের ব্যবহার শুরু করতে নিরুৎসাহিত করে। সুনির্দিষ্ট করারোপ করে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা যায় সরকারকে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি বলেন, তামাকের জন্য ১.৫ মিলিয়ন মানুষ দক্ষিণ এশিয়ায় মারা যাচ্ছে। এ মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য। নতুন নতুন তামাক ব্যবহারকারীদের রুখতে তামাকের কর আরোপ বৃদ্ধি করতে হবে।। তামাকমুক্ত দেশ গড়তে দ্রুত একটি জাতীয় কর নীতি প্রণয়নের কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে আগামী অর্থবছরেই তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি জানাচ্ছি।

মো. হারুনর রশিদ বলেন, প্রতি বছর ১৮ লাখ মানুষকে তামাক থেকে বিরত করতে হবে। এবং নতুনদের তামাকে ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে হবে। তামাকের ব্যবহার যদি রুখা না যায় তবে আমরা এসডিজি লক্ষ্য পৌছাতে পারব না। তামাকের মত ক্ষতি কর পন্য বিক্রিতে অবশ্যই লাইসেন্স এর ব্যবস্থা করতে হবে। তামাক কোম্পানির গুলোর ফাকিরোধে ডিজিটাল করার বিকল্প নেই। তামাক চাষের জমিগুলোকে তালিকাভুক্ত করে নানা প্রণোদনা দিয়ে তাদের এ চাষ থেকে বিরত করতে হবে।

ডা. হাবিবে মিল্লাত বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় কর নীতি থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে সুবিধা হবে। এ জন্য সরকারের যথেষ্ঠ সদিচ্ছা আছে। চার স্তরভিত্তিক অ্যাডভেলরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে অতিদ্রুতই সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে অনলাইন সফটওয়ার জুমের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তারা তামাক নিয়ন্ত্রণে মাননীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন। একইসঙ্গে মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

ত্রুটিপূর্ণ করারোপ পদ্ধতিতে লাভবান হচ্ছে

দ্বিতীয় পাতার পর

দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত হারে কমছে না। জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ করারোপ পদ্ধতিতে তামাক কোম্পানী লাভবান হচ্ছে আর সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় “তামাকের কর ব্যবস্থা, তামাক কোম্পানির লাভে সরকারের ক্ষতি” শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে এ ওয়েবিনারের আয়োজন করে। অনলাইন মিটিং সফটওয়ার জুমে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিনারে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আব্দুল্লাহ এবং সঞ্চালনা করেন, বিএনটিটিপি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন, গত ১০ বছরে বাংলাদেশে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির দ্বিগুণ উৎপাদ বৃদ্ধির বিপরীতে মুনাফা বেড়েছে ৫ গুণ। সেই অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি। ফলে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে তামাকজাত দ্রব্যে বিদ্যমান অ্যাড ভেলোরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপের কোনো বিকল্প নেই।

তারা আরও বলেন, দেশে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ মারা যায় যা কভিড-১৯ মহামারীতে বছরে গড় মৃত্যুর ১০ গুণেরও বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারজনিত রোগের কারণে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষতিরপরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা একই সময়ে রাজস্ব আয় মাত্র ২২,৮৬৬ কোটি টাকা। অসুস্থ্যতা, মৃত্যু, অর্থনৈতিক ক্ষতির সাথে রাজস্ব আয় বিবেচনা করলে দেখা যায় তামাক সেবনের কারণে শুধুমাত্র তামাক কোম্পানী লাভবান হয়। বিপরীতে জনগণ ও সরকারসহ সব পক্ষ ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়। ত্রুটিপূর্ণ করারোপ ব্যবস্থার কারণে এই সংকট বেড়েই চলেছে। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তণ করতে হবে।

ওয়েবিনারে এসএম আবদুল্লাহ দেশের তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করারোপের বিধান রেখে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও করারোপের সুপারিশ তুলে ধরেন। বাজেট প্রস্তাবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; মধ্যম স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৭৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৮.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; উচ্চ স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

পাশাপাশি ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের সুপারিশ হয়েছে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২২

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

বিকল্প নেই। বাংলাদেশের তামাক কর নীতি কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে এগারতম সংখ্যায় 'সপ্তম অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

সপ্তম অধ্যায় মূলত 'তামাক কর প্রশাসন ও কর আদায় পর্যবেক্ষণ' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মোট চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

তামাক কর প্রশাসন নামে প্রথম অনুচ্ছেদে মোট নয়টি বিষয়ে বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তামাক কর ট্যাকিং, ট্রেসিং, মনিটরিং, তামাক কোম্পানির লাইসেন্সিং, নথি ববস্থাপনা, অভিযোগ, প্রতিবেদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার/প্রবর্তনের মাধ্যমে তামাক কর প্রশাসনকে শক্তিশালী করণ; অত্যাধুনিক ও পরিশীলিত ট্যাক্স স্টাম্প ও ব্যান্ডরোলের প্রবর্তন; তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং তামাক কোম্পানিকর্তৃক কর পরিশোধ নজরদারি ও চিহ্নতকরণে বারকোডের ব্যবহারসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং এক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির ডিভাইস ব্যবহার করা; তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত সকলকে নিবন্ধন এবং লাইসেন্স এর আওতায় নিয়ে আসা; স্থানীয় সরকার কর্তৃক তামাকজাত পণ্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা, তামাকের খুচরা বিক্রেতাদের নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং লাইসেন্সকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে করের আওতায় নিয়ে আসা; কর আদায়, রিপোর্টিং ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকর্তৃক একটি কার্যপ্রণালী বিধি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) প্রস্তুত করা; তামাক কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এনবিআর কর্তৃক অনুরোধ করা; ট্যাকিং ও ট্রেসিং ও মনিটরিংসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তামাক কর সংক্রান্ত আইনী সমস্যা সমাধান জোরদারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধি, অর্থায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সাংগঠনিক কাঠামো জোরদার করা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, তামাক কর আদায় পর্যবেক্ষণ বিষয়ে মোট আটটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো হলো, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ডাটাবেজের আওতায় নিয়ে আসা; নজরদারী ও পর্যবেক্ষণের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা; অভ্যন্তরীণভাবে রাজস্ব অফিসের মাধ্যমে নিয়মিত পণ্যের মূল্য ও স্ট্যাম্প ব্যবহারের উপাত্ত সংগ্রহে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা; অধিকতর পর্যবেক্ষণ এবং কর সংগ্রহ যথাযথভাবে ট্রাকিং করতে প্যাকেটে উৎপাদন তারিখ মুদ্রণ নিশ্চিত করা; ব্যান্ড রোলের অবৈধ পুনর্ব্যবহার ট্রাকিং ও পর্যবেক্ষণ করা; কর পরিশোধের সময় তামাক কোম্পানিকর্তৃক তার পণ্য ব্রান্ড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা দেয়া এবং নতুন কোন ব্রান্ড প্রচলন করলে তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করা; অনলাইনে যেকোন ধরণের তামাক পণ্য বিক্রয় বন্ধ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা এবং তামাক পণ্যের কর বিষয়ক হালনাগাদ উপাত্ত স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা।

অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নজরদারি, তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, কর নির্ধারণ ও চোরাচালান বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক তামাক বিরোধী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং পারস্পরিক তথ্য সরবরাহ করা। অধ্যায়ের চার অর্থাৎ শেষ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার ও তামাক কর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অপ্রাতিষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন করে এমন তামাক কোম্পানিসমূহের তালিকা তৈরি এবং তা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা করবে; স্থানীয় সরকার তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদক/প্রস্তুতকারক, বিতরণকারী, পাইকারি বিক্রেতা, তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিত করবে; তামাক নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার সহায়তা করবে; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং আইন লংঘনকারীদের শাস্তির আওতায় আনতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির তালিকা প্রস্তুত করবে; এবং তামাক শুল্ক তদারকিতে স্থানীয় সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা করবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

হাজার হাজার কোটি টাকা ফাঁকি দিচ্ছে। এ কারসাজির সাথে সরাসরি তামাক কোম্পানি জড়িত। কারণ তামাক কোম্পানিগুলোই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে পাইকারি দোকানদারদের কাছে সিগারেট/বিড়ি বিক্রি করছে, আর পাইকারি বিক্রেতারা তার চেয়ে বেশি মূল্যে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর আরও বেশি দামে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছে খুচরা বিক্রেতারা। এটা কেবল রাজধানীতে নয়, দেশের সর্বত্রই এ চিত্র পাওয়া গেছে। যদি এই বিক্রয় মূল্যের ওপর কর আদায় সম্ভব হতো তাহলে চলতি অর্থবছরেই প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেতো সরকার। কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এভাবে বছরের পর বছর তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে বিপুল অংকের রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো।

৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতির এ চিত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর যৌথভাবে করা এক গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণার তথ্যে দেখা গেছে, অতিউচ্চ স্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৭০ টাকা হলেও বিক্রি করা হয় গড়ে ২৯৪.২৯ টাকায়। বিক্রয়কেন্দ্র ভেদে এটা ৩০০ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে। উচ্চ স্তরের সিগারেট ২০৪ টাকার পরিবর্তে গড়ে প্রায় ২২৯.৮৮ টাকায়, মধ্যম স্তরের সিগারেট ১২৬ টাকার পরিবর্তে ১৩৫.৮৬ টাকায় এবং নিম্ন স্তরের সিগারেট ৭৮ টাকার পরিবর্তে ৯৫.১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এলাকাভেদে প্রতি প্যাকেট সিগারেটের মূল্য সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে ১৫ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। বিড়ির ক্ষেত্রেও এভাবে সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে এভাবে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট-বিড়ি বিক্রি অব্যাহত থাকায় প্রতিবছরই হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার।

ফলে কর ফাঁকি বন্ধ করতে দ্রুতই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি অ্যাড ভ্যালোরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি আরোপ করতে হবে। অতিদ্রুত পদক্ষেপ না নিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান